

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

34732 - তাকদীরের প্রতী ঈমানের তাৎপর্য

প্রশ্ন

প্রশ্ন: তাকদীরের প্রতী ঈমান বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাকদীর বা ভাগ্য: এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সসেব কিছু নির্ধারণ করে রাখাকে তাকদীর বলা হয়। তাকদীরের প্রতী ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এক:

এই ঈমান আনা য়ে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকেটি বিষয় সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন। তাঁর এ জানা অনাদি ও অনন্ত - তাঁর নজি কর্ম সম্পর্কে অথবা বান্দার কর্ম সম্পর্কে।

দুই:

এই ঈমান আনা য়ে, আল্লাহ তাআলা লওহে মাহফুজে সবকিছু লিখে রেখেছেন।

এ দুটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তুমি কি জান না যেনভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে আল্লাহ সবকিছু জানেন। নিশ্চয় এসব কতিবের লিখিত আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর কাছে সহজ।” [সূরা হজ্জ, আয়াত: ৭০] সহি মুসলমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, “আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকূল সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টিকূলের তাকদীর লিখে রেখেছেন।”

তিনি আরো বলেন: “আল্লাহ তাআলা প্রথম সৃষ্টি করছেন কলম। সৃষ্টির পর কলমকে বললেন: ‘লিখি’। কলম বলল: ইয়া রব্ব! কী লিখিব? তিনি বললেন: কয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকে জনিসিরে তাকদীর লিখি।” [আবু দাউদ (৪৭০০)] আলবানি সহি আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন।

তনি:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এই ঈমান রাখা যবে, কোনে কছিই আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ঘটবে না। হোক না সটো আল্লাহর কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবামাখলুকের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করনে এবং (যা ইচ্ছা) মনোনীত করনে।” [সূরা কাসাস, আয়াত: ৬৮] তিনি আরো বলনে: “এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা সটোই করনে” [সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ২৭] তিনি আরো বলনে: “তিনিহি মাতৃগর্ভে তমোমাদেরকে আকৃতি দান করনে যভোবে ইচ্ছা করনে সভোবে।” [সূরা আল ইমরান, আয়াত: ৬]

বান্দার কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাদেরকে তমোমাদের উপর ক্ষমতা দতিবে পারতনে। যাতে তারা নশ্চিতিরূপে তমোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারত।” [সূরা নসি, আয়াত: ৯০] তিনি আরো বলনে: “তমোমার রব যদি ইচ্ছা করত, তবে তারা তা করত না” [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১১২] অতএব, সকল ঘটনা, সকল কর্ম, সকল অস্‌ততিব আল্লাহর ইচ্ছাই হয়। আল্লাহ যা চান সটোই হয়, তিনি যা চান না, সটো হয় না। চার:

যাবতীয় সবকছির জাত, বশেষিষ্ট্য, গতি ও স্থতি সব আল্লাহর-ই সৃষ্টি।

আল্লাহ তাআলা বলনে: “আল্লাহ সবকছির স্রষ্টি এবং তিনি সবকছির তত্বাবধায়ক।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬২] তিনি আরো বলনে: “তিনি সবকছি সৃষ্টি করছেন এবং প্রত্যেকেকে যথোচতি আকৃতি দান করছেন।” [সূরা ফুরকান, আয়াত: ২] তিনি নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলনে তিনি তাঁর কওমকে উদ্দেশ্য করে বলনে: “অথচ আল্লাহই তমোমাদেরকে এবং তমোমরা যা কর তা সৃষ্টি করছেন?” [সূরা আস-সাফাত, আয়াত: ৯৬]

যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান এনছে সে তাকদীরের প্রতি সঠিকভাবে ঈমান এনছে। এতক্ষণ আমরা তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার যবে বিবরণ দলিম সটো কর্মের ক্ষেত্রে বান্দার ইচ্ছাশক্তি থাকা ও ক্ষমতা থাকার সাথে সাংঘর্ষকি নয়। বান্দার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। বান্দা ইচ্ছা করলে কোনে নকে কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা বর্জন করতে পারে। ইচ্ছা করলে কোনে গুনাহর কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা বর্জন করতে পারে। শরয়িতরে দললি ও বাস্তব দললি বান্দার এ ইচ্ছাশক্তি সাব্যস্ত করে।

শরয়ি দললি হচ্ছ- আল্লাহ তাআলা বলনে: “ঐ দিনটি সত্য। অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের নকিট আশ্রয় গ্রহণ করুক।” [সূরা নাবা, আয়াত: ৩৯]

তিনি আরো বলনে: “সুতরাং তমোমরা তমোমাদের ফসলক্ষেতে যভোবে ইচ্ছা সভোবে গমন কর” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৩] তিনি বান্দার সক্ষমতা সম্পর্কে বলনে: “অতএব, তমোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর” [সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] তিনি আরো

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বলনে: “আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার-ই জন্য এবং সে যা কামাই করে তা তার-ই উপর বর্তাবে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

এ আয়াতগুলো সাব্যস্ত করে যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। এ দুটির মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং যা ইচ্ছা তা বর্জন করতে পারে।

বাস্তব দলিল: প্রত্যেকে মানুষ জানে যে, তার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। এ দুটির মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং যা ইচ্ছা তা বর্জন করতে পারে। মানুষ তার ইচ্ছায় সাধিত করম যমেন- হাঁটা এবং তার অনচ্ছায় সাধিত করম যমেন- রোগীর কাঁপুনি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তবে মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার অনুবর্তী। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়- তার জন্য। আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।” [সূরা তাক্বীর, আয়াত: ২৮-২৯]

তাছাড়া গোট্টা মহাবশ্ব আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন। অতএব, তাঁর মালিকানাভুক্ত রাজ্যে কোন কিছু তাঁর অজ্ঞাতসারে অথবা অনচ্ছায় ঘটান সম্ভব নয়।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

দখুন: ‘শরহু উসুলুল ঈমান’- শাইখ উছাইমীন।